# সীমান্তে উত্তেজনা নিয়া বিরোধী দল রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত করিতে চাহিতেছে

শাহজাহান সরদার ॥ সীমান্ত উত্তেজনা দেশের বিরোধী রাজনীতিকে চাঙ্গা করিয়া তুলিয়াছে। বিশেষ করিয়া সরকার পতনের আন্দোলনকারী বিরোধী ৪ দলীয় জোট সীমান্ত উত্তেজনাকে তাহাদের আন্দোলনের ইস্যু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। হরতালের পর হরতাল, মিছিল আর সমাবেশের অব্যাহত কর্মসূচীর মাধ্যমে বিরোধীরা তাহাদের আন্দোলনকে চাঙ্গা করার উদ্যোগ নিলেও বাস্তবে তাহা হয় নাই। বরং হরতালের বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া উঠে। এই অবস্থায় গত ১৮ই এপ্রিল কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে বাংলাদেশের বিডিআর ও ভারতের বিএসএফ-এর মধ্যে সংঘর্ষে সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১৭ জন বিএসএফ সদস্য ও তিনজন বিডিআর সদস্য নিহত হয়। বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশ এলাকায় প্রবেশ করিয়া বাড়ীঘরে হামলা, অগ্নিসংযোগ করিলে পরে এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে। ইহার পর হইতে সীমান্ত এলাকায় থামিয়া থামিয়া বিভিন্ন ঘটনা ঘটিতেছে। উত্তেজনা অব্যাহত আছে। আর ঐ সীমান্ত উত্তেজনার সুযোগে বিরোধীরা দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত করিতে চাহিতেছে। গত ২৫শে এপ্রিল টানা ৭২ ঘন্টার হরতাল শেষে বিরোধী জোট সীমান্ত উত্তেজনাকে আন্দোলনের ইস্যু হিসাবে নিয়া আসিয়াছে। গতকাল রবিবার রাজধানী ঢাকাসহ দেশব্যাপী গণমিছিল করিয়াছে। আজ সোমবার বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ ৪ দলীয় জোটের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশ সীমান্তে গুলীবর্ষণ, ভারতীয় আগ্রাসন ও পাদুয়া পুনর্দখলের প্রতিবাদে সিলেটে মহাসমাবেশ করিবেন। উল্লেখ্য যে, ভারতীয় দখল হইতে পাদুয়া বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে আনা এবং পরে আবার বিএসএফ-এর পুনর্দখলে সিলেটের জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। বিরোধী জোট এই সুযোগ নেওয়ার জন্য সিলেটে মহাসমাবেশ করিতে যাইতেছে।

সংবিধান মতে বর্তমান সরকারের মেয়াদ শেষ হইবে আগামী ১৩ই জুলাই। আর জাতীয় নির্বাচন হইবে ১২ই অক্টোবরের মধ্যে। দীর্ঘ দুই বছর ধরিয়া সরকার পতনের আন্দোলনে থাকিয়া বিরোধী জোট গত ৩০শে মার্চের মধ্যে পদত্যাগের জন্য আলটিমেটামও দিয়াছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে সরকার পদত্যাগ না করায় চলতি মাসেই দুই দফায় ৬ দিন হরতাল পালন করিয়াছে। বিরোধীদের হরতাল আর আন্দোলনের মধ্যে সরকারী দল আওয়ামী লীগ এখন পুরাপুরি নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যস্ত। বিরোধী আন্দোলনকে তেমন আমলেই আনিতেছিল না। কিন্তু সীমান্ত পরিস্থিতিতে সরকার উদ্বিগ্ন আছে। বিশেষ করিয়া বাংলাদেশ ও ভারতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আলোচনা এবং দুই দেশের পক্ষ হইতে সমঝোতার উপর গুরুত্ব আরোপের পরও উত্তেজনা হ্রাস পাইতেছে না। ভারতের বিএসএফ কর্তৃক সীমান্তের কোন কোন গ্রামে ভাংচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটিতেছে। গত দুইদিন ধরিয়া পরিস্থিতি শান্ত থাকিলেও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা। ভারতীয়রাও সীমান্তে তাহাদের শক্তি জোরদার করিতেছে। এই অবস্থায় গোটা সীমান্ত এলাকায় এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছে। মানুষের মধ্যে ভয়ভীতি। বিরোধী জোট এই পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়ার জন্য মাঠে নামিয়াছে। আগামী দিনের আন্দোলন এবং নির্বাচনে ইহাকে ইস্যু করিবে। বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ইতিমধ্যেই বলিয়াছেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সীমান্ত উত্তেজনার ব্যাপারে ভারতের ভিত্তিহীন অভিযোগের জোরালো বক্তব্য দিতে কার্পণ্য করিয়াছেন। ভারতের কাছে নতিস্বীকার করিয়াছেন। তবে তিনি ভারতের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। উল্লেখ্য যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ই এপ্রিল ঘটনা ঘটার ৪ দিন পর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সহিত টেলিফোনে এই ব্যাপারে আলোচনাকালে বলেন, রৌমারীতে বিডিআর সদস্যরা বিএসএফ সদস্যদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে বিডিআর আত্মরক্ষার জন্য গুলীবর্ষণে বাধ্য হয়। তিনি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে এই ঘটনার কারণ উদঘাটনে তদন্ত করিয়া দেখিতে বলেন। অবশ্য শেখ হাসিনা এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন, বাজপেয়ীও দুঃখ প্রকাশ করেন। ইহার পর দুই দেশের সীমান্তরক্ষীদের সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে কয়েকদফা বৈঠক হয়। সব বৈঠকেই শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী মাসে ব্রাসেলস সফর শেষে দিল্লী হইয়া ঢাকা ফিরিবেন বলিয়া আভাস পাওয়া গিয়াছে। এই সময়ে সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়া তাহার বাজপেয়ীর সহিত আলোচনা হইতে পারে বলিয়া জানা যায়। বিএসএফ কর্তৃক বিডিআর আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য গুলীর পরও প্রধানমন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ ও দিল্লী গিয়া বাজপেয়ীর সহিত সাক্ষাতের বিষয়টিকে বিরোধী মহল ভাল চোখে দেখিতেছে না। বিরোধী জোট এই বিষয়টিকেও ইস্যু করিবে। তাহাদের মতে, ইহা 'ভারতের প্রতি সরকারের তোষণনীতির' পরিচায়ক। বিরোধীরা মনে করিতেছে এতদিনে আন্দোলনে তাহারা যাহা করিতে পারিয়াছে সীমান্তের ঘটনায় পরিস্থিতি ইহার চাইতে তাহাদের বেশী অনুকূলে আসিয়াছে। সরকারও সীমান্তে উত্তেজনার বিষয়টি তদন্ত করিয়া দেখিতেছে। তদন্তের পর তাহারাও এই বিষয়ে কৌশল নির্ধারণ করিয়া অগ্রসর হইবে। এদিকে গতকাল রবিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম একটি বিবৃতিও দিয়াছেন।

## বুশ কন্যা জেনার বীয়ার পান টহল পুলিশের চোখে ধরা পড়িয়া গেল

বিবিসি জানায়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের টিন এজ কন্যা জেনাকে টেক্সাস পুলিশ অবৈধভাবে এক বান্ধবীর সহিত বীয়ার পান করা অবস্থায় আবিষ্কার করিয়াছে। টেক্সাসের রাজধানী অস্টিনের জনবহুল এলাকায় টহল পুলিশ এই দুই বান্ধবীকে পানরত অবস্থায় দেখিতে পায়। গত শুক্রবার সকালের দিকে এ ঘটনা সম্পর্কে টেক্সাসের সহকারী পুলিশ প্রধান মাইক ম্যাকডোনাল্ড অবশ্য বলিয়াছেন, জেনা বুশকে অবশ্য মাতাল মনে হয় নাই। আর দুই বান্ধবী পুলিশকে খুবই সহযোগিতা করিয়াছে। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র বলিয়াছেন, ইহা পারিবারিক বিষয়।

আগামী ২রা মে জেনাকে আদালতে হাজির হইতে হইবে। তাহাকে আদালতের শর্তানুযায়ী হয় ২০০ ডলার জরিমানা দিতে হইবে নতুবা সমাজসেবা কর্ম করিতে হইবে। জেনার বয়স ১৯। টেক্সাসের আইন অনুযায়ী অনূর্ধ্ব ২১ বৎসর বয়সীদের সুরাপান নিষিদ্ধ। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় জেনার পিতার কড়া মদ পানের সুখ্যাতি ছিল। ১৯৮৬তে ৪০তম জন্মবার্ষিকীতে দেখা যায়, জর্জ বুশের মাঝে ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছে। তিনি সুরাপান ছাড়িয়া দেন। তাহার যেন ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটে আর উচ্চপদ প্রত্যাশী ব্যক্তির মতো করিয়াই নিজের রূপান্তর ঘটান।

## লালপুর বাজারে অবৈধ দোকান উচ্ছেদ অভিযান শুরুর পরই বন্ধ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সংবাদদাতা ॥ আশুগঞ্জ উপজেলার লালপুর বাজারে খাস জমিতে অবৈধভাবে গড়িয়া উঠা শতাধিক দোকান উচ্ছেদ অভিযান শুরুর পরই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বৃহস্পতিবার একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে প্রায় ১৩টি দোকান ও বাসাবাড়ী উচ্ছেদ করা হয়। দোকান মালিকদের অভিযোগ, প্রায় একশত বছরের পুরাতন বাজারে বৃটিশ আমলের তৎকালীন জমিদারের নিকট হইতে চেকমূলে তাহারা মালিক হইয়াছেন। খাস জমি হিসাবে দোকান উচ্ছেদের পূর্বে তাহাদের কোন নোটিস দেওয়া হয় নাই এবং তাহাদের মালপত্র সরানোরও কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দোকান ও বাসাবাড়ী ভাঙ্গার সময় বাজারে আতংকের সৃষ্টি হয়। দোকানপাটের জিনিসপত্রও লুট হয়। লালপুর বাজার কমিটির সম্পাদক আলমাস মিয়া বলেন, উচ্ছেদ অভিযানটি ছিল অমানবিক। ইহা মানবাধিকার লংঘন। তিনি উচ্ছেদ অভিযানে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবী জানাইয়াছেন।

জেলা প্রশাসনের একটি সূত্র জানায়, বাজারের শতাধিক দোকান ঘর সরকারের খাস জমিতে অবৈধভাবে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। তাহাদেরকে উচ্ছেদ অভিযানের নোটিস দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহারা কোন সুযোগ গ্রহণ করে নাই। তবে ক্ষতিগ্রস্তরা আবেদন করিলে তাহাদের বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

## চারদলীয় ঐক্যের দর্শন খুঁজিয়া লাভ নাই, কারণ সেখানে স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে -------সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ বিএনপি কেন্দ্রীয় নেতা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী এমপি বলিয়াছেন, কোন্ কথা বলিলে ভারত অসুখী হইবে-ইহা চিন্তাভাবনা করিতে হইলে আগামীতে নির্বাচন করিব কিনা ইহাও আমি চিন্তা করিব। তিনি বলেন, স্বাধীন দেশের সেনাবাহিনীকে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিডিআরকে মৌলবাদী বলার মধ্য দিয়া ভারত প্রমাণ করিয়াছে যে, আওয়ামী লীগ সরকার তাহাদের নিকট গ্রহণযোগ্য। তিনি এই প্রবণতার তীব্র নিন্দা জানাইয়া সরকারীভাবে এই প্রচারের কোন প্রতিবাদ না জানানোয় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

গতকাল রবিবার বিকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে স্বাধীনতা ফোরামের উদ্যোগে বাংলাদেশের রাজনীতি ও জাতীয় ঐক্য শীর্ষক এক আলোচনা সভায় তিনি এই কথা বলেন। আবু নাসের রহমত উল্লাহ'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আনোয়ার জাহিদ, শফিউল আলম প্রধান, লেঃ জেনারেল (অবঃ) মাহবুবুর রহমান, আহমেদ আবদুল কাদের, আমানউল্লাহ কবির প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেন, ৪ দলীয় ঐক্যের জন্য দর্শনের ভিত্তি খুঁজিয়া কোন লাভ নাই। বিএনপি দুইশত আসন পাইবে বলিয়া তো শিবপুরে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাজেই দর্শন খুঁজিয়া লাভ কি? দলীয় নেতৃত্বের ঐক্য জীবনেও হইবে না, কারণ সেখানে স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে। তিনি বলেন, যে নেত্রী কিছুসংখ্যক নেতার কুকর্মের জন্য নাখালপাড়া হইতে মিন্টো রোডে আসিয়াছেন, তাহাকে আবার যদি কিছুসংখ্যক নেতা কর্তৃক বলা হয় যে, ভারতের বিরুদ্ধে কিছু বলিলে তাহারা নাখোশ হইবে, আপনি ক্ষমতায় আসিতে পারিবেন না, তাহা হইলে নেত্রীর দোষ দিয়া লাভ কি? এতদিন দেখিয়াছি কুকুর লেজ নাড়ায়। কিন্তু এখন দেখিতেছি ঘটনা উল্টা। এখন লেজ কুকুর নাড়াইতেছে। সালাহউদ্দিন কাদের বলেন, বিডিআর-এর বিরুদ্ধে সরকার তদন্ত করিতে চাহিতেছে। কিন্তু ইহা বলা হইতেছে না যে, বিএসএফ কোথায় মারা গিয়াছে এবং বিডিআরও নিহত হইয়াছে। অথচ আমরা একটি দুইটি বিবৃতি দিয়াছি মাত্র। আনোয়ার জাহিদ বলেন, ভারতীয় আধিপত্যবাদ বিরোধী ঐক্য গড়িয়া তুলিতে হইবে।

## দ্বিতীয় দফা রিমাণ্ড শেষে মওলানা মতিউর ও ইয়াসিনকে আদালতে হাজির করা হইবে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ রমনা বটমূলে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্রেফতারকৃত মাওলানা মতিউর রহমান ও ইয়াসিনের দ্বিতীয় দফা দুইদিনের রিমাণ্ডের গতকাল (রবিবার) ছিল শেষ দিন। আজ (সোমবার) তাহাদের আদালতে হাজির করা হইবে বলিয়া ডিবির কর্মকর্তারা জানান। দ্বিতীয় দফা জিজ্ঞাসাবাদে মাওলানা মতিউর রহমান ও ইয়াসিন ডিবির কর্মকর্তাদের রমনা বটমূলের ঘটনার ব্যাপারে কোন তথ্য দেয় নাই। রমনা বটমূলের ঘটনায় এসবি পুলিশ মাওলানা মতিউর রহমানকে সায়েদাবাদ ও ইয়াসিনকে হাজারীবাগ এলাকা হইতে গ্রেফতার করে। তাহাদের এসবি পুলিশ ৫ দিনের রিমান্ডে নিয়া ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করে। ডিসি (ডিবি) আবদুল হান্নান বলেন, মাওলানা মতিউর রহমান ও ইয়াসিন রমনা বটমূলের ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কোন প্রমাণ তাহারা পান নাই। এসবি পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদে রমনা বটমূলের ঘটনায় মাওলানা মতিউর রহমান ও ইয়াসিনের নিকট হইতে কি তথ্য পাইয়াছে উহা এসবির নিকট জানিতে চাহিবেন বলিয়া তিনি জানান। এদিকে ডিবির অপর একজন কর্মকর্তা বলেন, তাহারা রমনা বটমূলের ঘটনার তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ। ঘটনা সম্পর্কে ডিবির কর্মকর্তারা পুরাপুরি নিশ্চিত এবং জড়িতদের নাম-ঠিকানাও পাইয়াছেন। এখন শুধু তাহাদের গ্রেফতার করিবার কাজ। মাওলানা মতিউর রহমান জড়িত থাকিলে শুরুতে তাহাকে গ্রেফতার করা হইত। এমনকি ঘটনার পরদিন মাওলানা মতিউর রহমানের মাতুয়াইল এলাকার বাসায় ডিবি পুলিশ তল্লাশি চালাইয়াছে এবং আশেপাশে খোঁজ-খবর ও বিভিন্নভাবে যাচাই করিয়াছে। মাওলানা মতিউর রহমান জড়িত থাকার কোন প্রমাণ ডিবির কর্মকর্তা পান নাই এবং যদি জড়িত থাকার প্রমাণ কিংবা কোনরকমের অভিযোগ পাইতেন তাহাকে ঐ সময় গ্রেফতারের ব্যবস্থা করিতেন বলিয়া জানান। ডিবির সঙ্গে অর্থাৎ তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় ব্যতীত রমনা বটমূলের ঘটনায় কাহাকেও গ্রেফতার করা শাক দিয়া মাছ ঢাকার মত ব্যবস্থা এবং তদন্ত ভিন্নখাতে নেওয়ার চক্রান্ত বলিয়া কর্মকর্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন। রমনা বটমূলের ঘটনা ব্যতীত অন্য কোন ঘটনার সঙ্গে মাওলানা মতিউর রহমান ও ইয়াসিন জড়িত থাকিলে সেইক্ষেত্রে ডিবির কর্মকর্তারা দ্বিমত পোষণ করেন না বলিয়া জানান।